তপন সিংহ পরিচালিত

ঝিন্দের বন্দী

সঙ্গীত - আলি আকবর খান

বি. এন. রায় প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন

ঝিন্দের বন্দী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **তপন সিংহ**

কাহিনী : **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়** ● প্রযোজনা : **ভোলানাথ রায়**

সংগীত : **ওস্তাদ আলী আকবর খান**

চিত্রগ্রহণ : বিমল মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক : সুবোধ রায়
শিল্প-নির্দ্দেশনা : সুনীতি মিত্র
শব্দ-গ্রহণ : অতুল চট্টোপাধ্যায়
সুজিত সরকার
সংগীত-গ্রহণ ও
শব্দ পুনঃযোজন : শ্যামসুন্দর ঘোষ
রূপ সজ্জা : মদন পাঠক
কর্ম্ম-সচিব : রতন চক্রবর্ত্তী

ব্যবস্থাপনা : পরিতোষ রায়।
সেট তত্ত্বাবধান : কালো দাস
পট শিল্প : কবি দাশগুপ্ত
কারু-শিল্প : রামনিবাস ভট্টাচার্য্য
গীত-রচনা : পণ্ডিত ভূষণ ও
দীপ নারায়ণ মিঠুরিয়া
পোষাক পরিকল্পনা : যতীন কুণ্ডু ও
ডি, আর, মেক্যাপ
স্থির-চিত্র : ক্যাপ্‌স্ ফটোগ্রাফী

প্রচার-পরিচালনা : ক্যাপ্‌স

ভূমিকায়

উত্তমকুমার ● অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ● সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
রাধামোহন ভট্টাচার্য্য ● তরুণ কুমার ● দিলীপ রায়
সন্ধ্যা রায় ● ধীরেন মুখার্জী ● বীরেশ্বর সেন
মিহির ভট্টাচার্য্য ● সংযুক্তা ● সীমা ● শৈলেন ● রসরাজ
মুরারী ● সুনীত ● রথীন ঘোষ ● পূর্ণ চৌধুরী
● পি, ম্যাকফরলেন ●

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহারাণা (উদয়পুর), মহারাণী অধিরাণী (বর্দ্ধমান), আশুতোষ দাঁ (বন্দুক বিক্রেতা), ফাইন ওয়াক, সোনার দোকান (ভবানীপুর), অমর সরকার, নাথুয়াম, যাদব (উদয়পুর), প্রতাপসিং মুড়িয়া (উদয়পুর), বাসনালয়।

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও ও ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপ লিঃ-তে স্টানসিল হফম্যান শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক : **ছায়ালোক প্রাইভেট লিঃ**

কাহিনী

অসংখ্য পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছোট্ট দুটি স্বাধীন দেশীয় রাজ্য—ঝিন্দ্ ও ঝরোয়া। পিতা রাজা ভাস্কর সিং এর মৃত্যুর পর বড়কুমার শংকর সিং ঝিন্দের রাজা হবে এটাই ছিল আইনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত। কিন্তু ছোটকুমার উদিৎ সিং ঈর্ষান্ধ ও সিংহাসন লোভী। সে তার জ্যেষ্ঠকে বঞ্চিত করার চক্রান্তে সহায়স্বরূপ পায় সাহসী যুবক ময়ূরবাহনকে। এই দুইএর চক্রান্তে দু-দুবার শংকর সিং এর অভিষেকের আয়োজন ব্যর্থ হয়। তৃতীয়বার অভিষেক ব্যর্থ হলেই কুচক্রী উদিৎ পূর্ণ জয়ী হবে—ঝিন্দের সিংহাসন তারই প্রাপ্য হবে। তাই তৃতীয়বার অভিষেকের কিছুদিন পূর্ব্বেই শংকর সিং শত সতর্কতা সত্ত্বেও আবার অপহৃত হল উদিতের চক্রান্তে। রাজভক্ত ফৌজী সর্দ্দার ধনঞ্জয়-এর নেতৃত্বে সারা ভারতজুড়ে শংকর সিং এর সন্ধান প্রচেষ্টা চল্‌তে থাকে।

"আশ্চর্য্য, এত মিলও হয়"—এই কটি কথাই বার হয়ে আসে সর্দ্দারের মুখ থেকে যখন সে কলকাতার বিখ্যাত জমিদার গৌরীশংকর রায়ের সামনে

দাঁড়ায়। সত্যিই শংকর সিং আর গৌরীশংকর যেন একই লোক। সর্দ্দার এ-সুযোগ ছাড়ে না। বহুকষ্টে সে রাজী করায় গৌরীশংকরকে শংকর সিং এর অভিনয় করতে, শুধু মাত্র অভিষেকের কটা দিনের জন্য। কলকাতার গৌরীশংকর ঝিন্দে এসে হয় রাজা শংকর সিং।

রাজাভিষেকে প্রজারা আনন্দিত কিন্তু উদিৎ ও ময়ূরবাহন চঞ্চল ও ক্ষিপ্ত। তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থপ্রায়, যদিও তারা জানে যে এ রাজা নকল কারণ আসল রাজা তাদেরই দুর্গে বন্দী। তা সত্ত্বেও অভিষেক নির্ব্বিঘ্নে সারা হয় এবং সেই শুভলগ্নেই ঘোষিত হয় শংকর সিং এর সাথে ঝরোয়ার রাণী কস্তুরীবাঈ এর বিবাহের প্রস্তাব। উদিৎ-এর পরিকল্পনা ব্যর্থ হল তাই চক্রান্ত হীন থেকে হীনতর রূপ নিল।

এদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে কস্তুরীবাঈ এর সাথে নকল রাজা শংকর সিং এর পরিচয় হয় এবং সে পরিচয় ক্রমেই অনুষ্ঠানের শুষ্কতা ছাড়িয়ে মনের প্রান্তে উপনীত হয়। এবার থেকে তাদের দেখা হয় সকলের অগোচরে। গুপ্ত পথ বেয়ে নকল শংকর আসে কস্তুরীর মনের দরজায়। কস্তুরীও সে দরজার আগল বন্ধ রাখেনা। কিন্তু হায়—স্বপ্নে কেন ছেদ আসে?

ময়ূরবাহনের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে তারই এক বিশ্বস্ত অনুচর প্রহ্লাদ—নকল রাজাকে জানিয়ে দেয় যে আসল রাজা এখন উদিৎ-এর খাস দুর্গ শক্তিগড়ে বন্দী। প্রহ্লাদ একথাও জানায় যে ময়ূরবাহন গৌরী ও শংকর সিং এই দুই বাধাকেই নির্মূল করতে চায় তাদের হত্যা করে।

শেষ বোঝাপড়ার দিন ঘনিয়ে আসে। প্রহ্লাদের সাহায্যে রাতের অন্ধকারে গৌরীশংকর আর রুদ্ররূপ প্রবেশ করে শক্তিগড় দুর্গে কারণ শংকর সিংকে উদ্ধার করতেই হবে। ওদিকে ময়ূরবাহন গুপ্তপথ দিয়ে রাণী কস্তুরীকে চুরি করে নিয়ে আসে দুর্গে আর উদিৎ তৈরী হয় শংকর সিংকে হত্যার জন্য।

কিন্তু অন্যায় কি ন্যায়ের কণ্ঠরোধ করতে পারে? অসত্য কি পারে সত্যকে জয় করতে? গৌরীর অসীম সাহস ও অসাধারণ কর্ত্তব্যপরায়ণতা উদিৎ ও ময়ূরবাহনের সকল প্রচেষ্টাকে চূর্ণ করে ঝিন্দের রাজা শংকরকে উদ্ধার করে। উদিৎ আর ময়ূরবাহন—এই দুজনকেই সরে যেতে হল পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে।

সারা রাজ্যে আনন্দের বন্যা। সমস্ত মানুষের মুখে আজ খুসীর আমেজ। কিন্তু একজন—তার চোখে কেন জল? প্রকৃতির খেয়ালে যে নারী তার সমস্ত সত্তাকে সমর্পণ করেছিল এক বিদেশী যুবকের চরণে—তার চোখে কি খুসীর জোয়ার এসেছিল? সে কি সমর্থন করতে পেরেছিল এই মঙ্গলকামী নিষ্ঠুর অভিনয়কে?

আর গৌরীশংকরই বা কি উত্তর দিয়েছিল তার জিজ্ঞাসার?

গান

(দেশ)

জীয়া মোরা ঘাবড়ায়ে
কাসে কঁহু মন কী বতীয়াঁ।
কটত না উন বিন মোরে পলছিন।
বীতত নীহি দুখ কী রতীয়াঁ।

(বাহার)

দিন গিন দেরে বামনা
আজ কাল পরশ্যোঁ।
শুভঘড়ী শুভ দিন সুখজ মহরত
কলস ভঁরো করসোঁ।

(ঠুংড়ী ভৈরবী)

নীকে লাগে তোরে নয়ন
লাজ ভরে কজরারে
রসভরী বাঁকী চিতবন তোরী।
হরত জিয়াকো চয়ন।

(গজল)

ওহ আগয়ে হাঁয় হমে
জিনকে ইন্তেজার থা।
আঁখে বিছী থী রাহমে
দিল বেকারার থা।

(কণ্ঠ: প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়)

(ভজন)

সহেলিয়াঁ হো গয়ী পিওয়ানী, ময় হো গয়ী পিওয়ানী।
সহেলিয়াঁ হো গয়ী জিওয়ানী, ময় হো গয়ী বিগানী।
গৈল পিয়া বিন কছু না জানী বিথা অউর না কোই
কজরাঁহু নিদিয়া রাত হো বিহানী।
রহনা গয়ী জমাসী মারী, মান বাট জো হী বারী।

(কণ্ঠ: প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়)

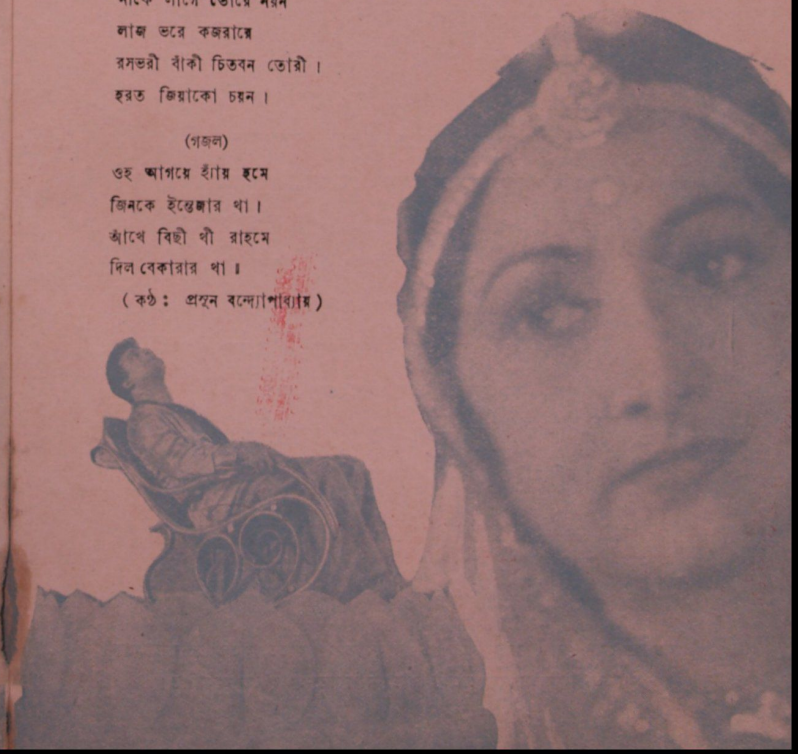

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা : পিযূষ বসু, বলাই সেন, শ্যামল চক্রবর্ত্তী। সংগীত : অলোক দে। চিত্রগ্রহণ : দীপক দাস, অমূল্য দত্ত, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা : নিমাই রায়। শিল্প-নির্দ্দেশনা : সূর্য্য চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ঘোষ। শব্দ-গ্রহণ : রথীন ঘোষ। রূপ সজ্জা : শম্ভু দাস। ব্যবস্থাপনা : গৌর দাস, বনমালী পাণ্ডে, জগদীশ পাণ্ডে। সেট-তত্ত্বাবধান : কালা চাঁদ, মনমোহন, মনি সর্দ্দার, যুগা, কেলু, গোপাল, জব্বর, অপূর্ব, সুশীল ও হারা। পট শিল্প : প্রবোধ। আলোক সম্পাত : কেনারাম হালদার ও সুশীল শীলের তত্ত্বাবধানে কেষ্ট দাস, জগন ভগৎ, রাম খিলান, ব্রজেন দাস, কালীচরণ, মঙ্গল সিং, বেণু ধর, শম্ভু ব্যানার্জী, নিতাই শীল, জলু শীল, শৈলেন দত্ত, হরি হাইত।

অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ও ছায়ালোক প্রাইভেট লিমিটেড, ২নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।